উৎপাদন যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে মূলধন গঠন হচ্ছে বলা যেতে পারে।

মূলধন গঠন কীভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়নকে সাহায্য করে ঃ মূলধন গঠন নানাভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়নে সাহায্য করে। মূলধন গঠন কী কী উপায়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নে সাহায্য করে সেটি এখন আলোচনা করা হল।

প্রথমত, মূলধন গঠনের মাধ্যমে বৃহৎ মাত্রায় উৎপাদন করলে বৃহদায়তন উৎপাদনের সুবিধাগুলি ভোগ করা সম্ভব হয়। তার ফলে ইউনিট পিছু উৎপাদন ব্যয় কম হয়। এছাড়া অধিক মূলধন সংগ্রহ করা সম্ভব হলে উন্নততর যন্ত্র ব্যবহার করা যায়। এই যন্ত্রের সাহায্যে অল্প সময়ে বেশি পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করা যায়। যন্ত্রের প্রয়োগ বৃদ্ধি করে বিশেষীকরণ ও শ্রমবিভাগ প্রয়োগ করা যায়। এর ফলে শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা বাড়ে, উৎপাদন ব্যয় কমে এবং মোট উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি পায়।

কেন বিশেষীকরণের ফলে উৎপাদন বাড়ে তার উত্তর দিয়েছেন Adam Smith. তিনি আলপিন তৈরির কারখানার উদাহরণ দিয়েছেন। যদি একজন শ্রমিক একা আলপিন তৈরি করে, তাহলে সে সারাদিনে মাত্র কয়েকটি আলপিন তৈরি করতে পারে। কিন্তু যদি শ্রমিকের সংখ্যা বেশি হয়, তাহলে আলপিন তৈরির প্রক্রিয়াটিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। তখন একজন শ্রমিক সমগ্র কাজের একটি অংশ সম্পাদন করবে। স্মিথের মতে, এর ফলে উৎপাদন দারুনভাবে বেড়ে যাবে। উল্লেখযোগ্য রকমের আয়তনজনিত সুবিধা পাওয়া যাবে। এর মূলে রয়েছে ঐ **বিশেষীকরণ ও শ্রমবিভাগ**। এখন, এই শ্রমবিভাগের সুবিধা পেতে গেলে শ্রমিকদের দেবার মতো যথেষ্ট যন্ত্রপাতি বা মূলধন দরকার। আর বেশি মূলধনের জন্য প্রয়োজন মূলধন গঠনের। এভাবে মূলধন গঠন একটি দেশকে বিশেষীকরণ ও শ্রমবিভাগের এবং উৎপাদনের মাত্রাবৃদ্ধিজনিত সুবিধা পেতে সাহায্য করে।

দ্বিতীয়ত, মূলধন গঠনের মাধ্যমে কৃৎকৌশলের উন্নতি (Technological progress) ঘটানো সম্ভব হয়। কৃৎকৌশলের উন্নতি ঘটলে একই পরিমাণ উৎপাদনের উপাদান নিয়োগ করে পূর্বের তুলনায় অধিক পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করা সম্ভব। যখন কোন দ্রব্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে নতুন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয় তখন সেই পদ্ধতিকে বাস্তবে রূপায়িত করতে হলে নতুন যন্ত্র নির্মাণের প্রয়োজন হয়। নতুন যন্ত্র নির্মাণ করতে হলে অতিরিক্ত মূলধন প্রয়োজন। অতিরিক্ত মূলধন কিন্তু মূলধন গঠন ছাড়া সম্ভব নয়।

তৃতীয়ত, অতিরিক্ত মূলধনের মাধ্যমে অধিক শ্রমিক নিয়োগ করা সম্ভব। এর ফলে দেশের মোট কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করা যেতে পারে। অধিক কর্মসংস্থানের মাধ্যমে বেকার সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। বস্তুত অনুন্নত দেশগুলিতে মূলধনের পরিমাণ কম থাকার জন্যই সেখানে ব্যাপক পরিমাণে বেকার সমস্যা দেখা দেয়। মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে অতিরিক্ত শ্রমিক নিয়োগ সম্ভব হবে। তার ফলে বেকার সমস্যা হ্রাস পাবে।

চতুর্থত, মূলধন গঠনের দ্বারা প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহার সম্ভব। অনেক সময়ে দেখা যায় যে কোন দেশে প্রাকৃতিক সম্পদ প্রচুর পরিমাণে রয়েছে কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রাকৃতিক সম্পদ উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত করা যাচ্ছে না। যেমন, কোন দেশে প্রচুর পরিমাণ খনিজ তেল থাকতে পারে কিন্তু সেই খনিজ তেল শোধন করে কাজে লাগানোর ক্ষমতা দেশের নেই। এর জন্য যে বিশেষ ধরনের যন্ত্রপাতির প্রয়োজন সেটি ধরা যাক দেশে উৎপাদন হয় না। এক্ষেত্রে প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার সম্ভব হচ্ছে না। মূলধন গঠনের মাধ্যমে যদি দেশে ঐ ধরনের যন্ত্রপাতি উৎপাদন করা সম্ভব হয় বা বিদেশ থেকে ঐ ধরনের যন্ত্রপাতি আমদানি করা সম্ভব হয় তাহলে খনিজ তেল খনি থেকে তোলা বা শোধন করা সম্ভব হবে এবং প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহার করা সম্ভব হবে। এইভাবে মূলধন গঠনের মাধ্যমে প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহার করা সম্ভব হয়।

পঞ্চমত, মূলধন গঠনের মাধ্যমে শ্রমিকদের হাতে অধিক পরিমাণ যন্ত্র তুলে দেওয়া যায়। তার ফলে কিছু শ্রমিককে যন্ত্র তৈরির কাজেও নিয়োগ করা যায়। এর ফলে দেশে যন্ত্রপাতির উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। উৎপাদন পদ্ধতি মূলধন প্রগাঢ় হয়ে ওঠে। তার ফলে শ্রমের উৎপাদন ক্ষমতা অনেক গুণ বেড়ে যায়।

ষষ্ঠত, মূলধন গঠনের মাধ্যমে উৎপাদনের জন্য পরিকাঠামো বা বহিরঙ্গ (Infrastructure) সৃষ্টি করা সম্ভব। উৎপাদনের জন্য পরিকাঠামো বা বহিরঙ্গ বলতে আমরা রাস্তাঘাট নির্মাণ, বিদ্যুৎ উৎপাদন, সেচ ব্যবস্থা, জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা প্রভৃতিকেই বুঝি। এগুলি সরাসরি উৎপাদনের কাজে নিযুক্ত না হলেও এগুলি উৎপাদন বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। মূলধন গঠনের মাধ্যমে এই ধরনের পরিকাঠামো গড়ে তোলা সম্ভব।

সপ্তমত, মূলধন গঠনের দ্বারা কোন একটি দেশ দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র থেকে রেহাই পেতে পারে। আমরা জানি যে অনুন্নত দেশ দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র থেকে ভোগে। এই দেশের আয় কম বলেই সঞ্চয় ও বিনিয়োগ কম হয়। তার ফলে উৎপাদন ও মাথাপিছু আয় আবার কম হয়। এই চক্রকেই বলা হয় **দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র**। এই চক্রটি ভাঙার জন্য সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। মূলধন গঠনের মাধ্যমেই এই দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র ভাঙা যেতে পারে। যদি মূলধন গঠনের হার বৃদ্ধি করা সম্ভব হয় তাহলে অতিরিক্ত বিনিয়োগ করা যাবে। বাড়তি বিনিয়োগের ফলে বাড়তি উৎপাদন সম্ভব হবে। তার ফলে পুনরায় বাড়তি সঞ্চয় সৃষ্টি হবে। এইভাবে দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র ভাঙার জন্য মূলধন গঠন একান্তই প্রয়োজন।

অষ্টমত, মূলধন গঠনের দ্বারা একটি অনুন্নত দেশ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতা অর্জন করতে পারে। অনুন্নত দেশকে অনেক সময়ে বিদেশ থেকে মূলধনী দ্রব্যসামগ্রী আমদানি করতে হয়। তার ফলে অনুন্নত দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতি দেখা দেয়। এখন যদি দেশটি তার উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রীর একটি অংশ সঞ্চয় করে তাহলে এই সঞ্চয় বিদেশে রপ্তানি করে দেশটি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারবে। এই বৈদেশিক মুদ্রার সাহায্যে বিদেশ থেকে যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল এবং অন্যান্য মূলধনী দ্রব্যসামগ্রী আমদানি করা সম্ভব হবে। তার ফলে দেশটি বৈদেশিক বাণিজ্যে স্বনির্ভর হয়ে উঠবে। সুতরাং মূলধন গঠনের দ্বারা কোন একটি স্বল্পোন্নত দেশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতা অর্জন করতে পারে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, মূলধন গঠন কোন অনুন্নত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ। বিষয়টিকে সংক্ষেপে বলতে গেলে নিম্নরূপ ঃ আমরা জানি যে, আয় বৃদ্ধির হার $= s / v$ যেখানে s হল সঞ্চয় বা বিনিয়োগের অনুপাত এবং v হল মূলধন-উৎপন্ন অনুপাত। এখন, মূলধন চয়নের হার বেশি হওয়ার অর্থ হল s-এর মান বাড়া। v-এর মান অপরিবর্তিত থাকলে এর অর্থ হল আয় বৃদ্ধির হার বাড়া। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে কোন দেশে মূলধন চয়ন বা মূলধন গঠন সেই দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রায় সমস্ত অনুন্নত বা স্বল্পোন্নত দেশেই মূলধনের অভাব। নার্কসের মতে, মূলধনের এই অভাব অনুন্নত দেশে দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র সৃষ্টি করে। এই দুষ্টচক্র ভেঙ্গে কোন স্বল্পোন্নত বা অনুন্নত দেশকে উন্নত করতে হলে মূলধন গঠনের হার বাড়াতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন হল সঞ্চয় বৃদ্ধি, যার আবার অর্থ হল ভোগ হ্রাস।

এ প্রসঙ্গে আমরা মূলধন গঠনের একটি বিশেষ দিক বা বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে পারি। মূলধন চয়নের যেমন কিছু সুবিধা আছে, তেমনি এর কিছু অর্থনৈতিক ব্যয়ও আছে। কোন দেশ যদি বর্তমানে বেশি ভোগ করে তাহলে ভবিষ্যত বিনিয়োগের জন্য কম উৎপন্ন দ্রব্য পাওয়া যাবে। অন্যদিকে, দেশটি যদি ভবিষ্যতে বেশি উৎপাদন চায় তাহলে তাকে বেশি বিনিয়োগ করতে হবে অর্থাৎ ভোগ কমাতে হবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, মূলধন গঠন প্রক্রিয়ার মধ্যেই একটা বিরোধ বা টানাপোড়েন রয়েছে। এই বিরোধ বা টানাপোড়েন আজকের ভোগ এবং আগামীকালের উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে, আজকের স্বাচ্ছন্দ্য ও আগামীকালের উন্নয়নের মধ্যে। একটিকে বাড়াতে গেলে অন্যটি কমার আশঙ্কা থাকে। সুতরাং এখানে একটি নির্বাচনের সমস্যা রয়েছে। দেশটির উন্নয়নের উপর এই নির্বাচনের এক বিশাল প্রভাব রয়েছে। এক্ষেত্রে উন্নয়নশীল দেশের সরকারের একটি বড় ভূমিকা আছে। সরকার উপযুক্ত রাজস্ব ও আর্থিক নীতির দ্বারা দেশে সঞ্চয়ের হার এবং মূলধন গঠন বা চয়নের হার বাড়াতে সচেষ্ট হতে পারে।